দৈনিক

6 FEB 2017

উচ্চশিক্ষায় অভিন্ন পাঠ্যক্রম নীতিমালা হচ্ছে

এম এইচ রবিন ●

উচ্চশিক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অভিন্ন পাঠ্যক্রম নীতিমালা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মৌলিক বিষয় পড়ানোসহ সিলেবাস, সেমিস্টার, ক্রেডিট এবং স্ট্যান্ডার্ড গ্রেডিং পদ্ধতি অনুসরণের বাধ্যবাধকতা থাকবে এই নীতিমালায়।

সিলেবাস, সেমিস্টার, ক্রেডিট এবং স্ট্যান্ডার্ড গ্রেডিং পদ্ধতি অনুসরণে আসছে বাধ্যবাধকতা

ইউজিসির তথ্যানুযায়ী, দেশে ৩৭টি সরকারি ও ৯৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে হাতেগোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্যগুলো মানসম্পন্ন লেখাপড়া কিংবা গবেষণানির্ভর দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে পিছিয়ে আছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে স্থান করে নিতে পারছে না এসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে গেছে পুরো বাণিজ্যনির্ভর। এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ে গতানুগতিক সিলেবাস দিয়ে কোর্স-কারিকুলাম সমাপ্ত করা হচ্ছে। পৃথক-পৃথক পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন, ক্রেডিট ও গ্রেডিং নিয়ে রয়েছে বৈষম্য। বিশেষায়িত বিষয়গুলোর ওপর ডিগ্রি দিলেও ডিগ্রিধারীরা বিশেষ জ্ঞানার্জন ছাড়াই সনদ নিয়ে বেকার থাকছেন। এসব কারণে প্রশ্নবিদ্ধ দেশের উচ্চশিক্ষা।

ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান এ বিষয়ে গতকাল আমাদের সময়কে বলেন, ভিশন-২০২১ অর্জনের লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী ও মানসম্মত কারিকুলাম ফরমেট তৈরির ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি। কারণ বর্তমান কারিকুলাম বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের স্নাতক শিক্ষার্থীদের জন্য যথাযথ নয়।

ক্রমবর্ধমান বিশ্বের দক্ষ ও জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার্থীর সঙ্গে টিকে থাকতে দেশে আধুনিক কারিকুলাম ব্যতীত উপায় নেই উল্লেখ করে ইউজিসির চেয়ারম্যান জানান, এখনো প্রায় চার লাখ বিদেশি জনশক্তি আমাদের দেশে বিভিন্ন খাতে উচ্চ বেতনের চাকরি

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

উচ্চশিক্ষায় অভিন্ন পাঠ্যক্রম নীতিমালা

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) করছেন। তাদের নিয়োগকারীদের তথ্যমতে আমাদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কারিকুলামগুলো প্রায় ১০ থেকে ১৫ বছরের পুরনো। এটি পড়ে আমাদের দেশে দক্ষ ও জ্ঞানভিত্তিক স্নাতক তৈরি হচ্ছে না। তিনি বলেন, দেশ ও বিশ্বের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে আমাদের নিয়মিতভাবে পাঠ্যক্রম আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পের মধ্যে সহযোগিতার ওপর জোর দেন তিনি।

প্রফেসর মান্নান আরও বলেন, কারিকুলামে ক্যারিয়ারভিত্তিক শিক্ষা ও জ্ঞানের পাশাপাশি, বিশ্বায়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ ও আইটির ওপর দক্ষতা অর্জনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন। শিক্ষার মান বৃদ্ধি, মৌলিক পরিবর্তন ও আধুনিকায়নে এসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করে ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বিষয় পড়ানো হলেও তাদের সিলেবাস নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে। বিশেষ করে বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ও অর্থনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ের সিলেবাসে অনেক পরিবর্তন জরুরি। এসব বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে আমরা যুগোপযোগী উচ্চশিক্ষার জন্য বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে মৌলিক বিষয় পড়ানোসহ সিলেবাস, সেমিস্টার, ক্রেডিট এবং স্ট্যান্ডার্ড গ্রেডিং পদ্ধতি অনুসরণ করার একটি গাইডলাইন করছি। এসব বিষয়ে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় অনেক তফাৎ আছে। দেশে-বিদেশে চাকরির বাজারে প্রবেশের জন্য দক্ষ জনশক্তি হিসেবে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের গড়ে তোলার জন্য সবাইকে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। এ কারণে একটি সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরি করতে যাচ্ছে ইউজিসি। যারা এসব গাইডলাইন অমান্য করবে মানের দিক থেকে তারা পিছিয়ে পড়বে। পিছিয়ে পড়া প্রতিষ্ঠানগুলো চলতে দেওয়া হবে না বলেও জানিয়েছে কমিশন।

এদিকে গতকাল উচ্চশিক্ষার জন্য কারিকুলাম ফরম্যাট তৈরির একটি জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ইউজিসিতে। ইউজিসি ও হেকেপের এআইএফ সাব-প্রজেক্ট যৌথভাবে এ কর্মশালার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান। এতে সভাপতিত্ব করেন কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্লা। কর্মশালায় রিসোর্সপারসন হিসেবে ইউজিসি সাবেক সদস্য প্রফেসর ড. এম. মুহিবুর রহমান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মোজাহার আলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা অনুষদের প্রফেসর ড. মো. ছিদ্দিকুর রহমান। ইউজিসি সদস্য প্রফেসর ড. দিল আফরোজা বেগম, কমিশনের সচিব ড. মো. খালেদ, অতিরিক্ত পরিচালক ড. মো. ফখরুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।